সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : মদ খাওয়া ও জুয়ার প্রতিবাদ করায় প্যান্ডেল পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল হাওড়া দাসনগরে বালটিকুরি এলাকায়। দুষ্কৃতি তাণ্ডব। পুড়িয়ে দেওয়া হল সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ। এই ঘটনায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেবী মূর্তি ও মণ্ডপ। ঘটনাটি ঘটেছে দাসনগর থানা এলাকার বকুলতলার রামকৃষ্ণ পল্লীতে।

জানা গেছে কিছুদিন আগে মদ ও জুয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন সেই এলাকার বাসিন্দারা। তার জেরে এই ঘটনা বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগের তীর স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

কয়েকদিন আগেই এই ধরণের ঘটনা ঘটে। এই এলাকায় একটি মাঠ আছে, সেই মাঠে দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে এসে মদ্যপান ও জুয়ার আসর বসাত। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় কয়েকদিন আগে এলাকার কয়েকজন মানুষদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় এলাকারই কয়েকজন দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটায় বলেও অভিযোগ তাদের। এলাকার মানুষজন ঠিক করে সেই সেই মাঠ বাঁচাতে এই মাঠে সরস্বতী পুজো করবেন তারা। সেই মতো রবিবার থেকে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয় এই মাঠে। সোমবার ভোর রাতে হঠাৎ করে দেখা যায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং সেখানে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিক তার কাটা, ইলেকট্রিক সর্ট সার্কেটে আগুন লেগেছে এটা একটা তত্ত্ব খানা করতে এই ধরণের ঘটনা ঘটানো হয়েছে দাবি এলাকাবাসীদের। আগুনে খালি মণ্ডপ নয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে প্রতিমাও। ঘটনার তদন্তে দাশনগর থানার পুলিশ। তবে এখনও কেউ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়নি। রাস্তায় লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে ওই সময় কারা ওই এলাকায় বা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় আসা যাওয়া যাওয়া করেছে। তা দেখে ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজ করছে দাশনগর থানার পুলিশ।

সাঁত্রাগাছিতে দুর্ঘটনা, মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : বেপরোয়াভাবেমোটরবাইকচালিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত এক জখম অপর এক যুবক। মৃতের নাম প্রিন্স সিং। বয়স আনুমানিক কুড়ি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাঁত্রাগাছি ব্রিজের ওপরে। জখম যুবক তুফান টুডু। উভয়ের বাড়ি জগাছা এলাকায়। কোনা ট্রাফিক গার্ডের আইসি সুব্রত চন্দ জানিয়েছেন, রবিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই দু'ই যুবক বেপরোয়াভাবেমোটরবাইকচালিয়ে কোলকাতার দিক থেকে জগাছার দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের গার্ড ওয়ালে গিয়ে ধাক্কালাগেবাইকটি। দুর্ঘটনায়মৃত্যুহয় ওই যুবকের। আহত হন অপর আরোহী। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আহতকে চিকিৎসারজন্য পাঠানোহয়।

আবাসিকদের সরস্বতী পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলারশ্যামপুরথানারগহলাপোতা ইন্টাররিলিজিয়াস সেন্টার অফ ডেভেলপমেন্ট আইকডে আবাসিকদের সরস্বতী পুজা উপলক্ষেগ্রামীণকৃষ্টিলোকাচারবিদ্যায় পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবাসিক শতাধিক, শিক্ষক ও শিক্ষিকা, অভিভাবক সহ আইকড পরিবারের সদস্যরা তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পুজো উপলক্ষে ধর্মীয় আঁধারে নানা ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইকডের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার গেস্ট দয়ানন্দ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনিসকলেরবিদ্যা, সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিকামনাকরেন।

উলুবেড়িয়ায় হারানো আসন পেতে চায় সিপিএম, বিজেপি চাইছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে

পূর্বেপ্রকাশিতপর

নিজস্ব সংবাদদাতা, অমিত জানা: অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী অনুপম মল্লিক এবার নির্বাচনে রাজ্যের তোষণ নীতি, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা, কর্ম সংস্থান না হাওয়ারাজ্যেশিল্পনাআনাপ্রভৃতিইস্যু নিয়ে নির্বাচনে লড়াইয়ে নামছেন। উন্নয়নেরপ্রসঙ্গেতিনিজানিয়েছেন, এখানে কোনও উন্নয়ন হয়নি।

এখানে ৬ বছরে কোনও শিল্প আসেনি। বেকার সমস্যা, দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দল, মুসলিম বিরোধী হিসেবে পরিচিত বিজেপি। এই প্রসঙ্গে এটা বিরোধীদের প্রচার। হিন্দুত্ববাদের অনেকে মানে আমরা মুসলিম বিরোধী নই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতেবিশ্বাসী। মোদীসরকারের বিভিন্নপ্রকল্পেশুধু মাত্রহিন্দুরাউপকৃত হয়না সংখ্যালঘুরাও উপকৃত হয়। কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এখন সংখ্যালঘু সমাজে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে। অপরদিকে কংগ্রেস প্রার্থী শেখ মুদাস্সরহুসেনওয়ারসিসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসত্যেরজন্যলড়াই, দুর্নীতির জন্য লড়াই, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকারবিশেষকরেউলুবেড়িয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির দাবিতে নেমেছেন রাজনৈতিক ময়দানে। তিনিজানিয়েছেন, মানুষসঠিকভাবে ভোট দিতে পারলে তাঁর জয় সুনিশ্চিত বলে দাবি। রাজ্যে উন্নয়নেরবন্যাপ্রসঙ্গেতাঁরবক্তব্যবন্যা নয় উন্নয়নের খরা চলছে। এখানে কাজ নেই। উপরন্তু অনেকেএখানে কাজহারিয়েছেন। কেন্দ্রেরজিএসটি নোটবন্দির কারণে মানুষ আজ দিশেহারা। উন্নয়নের বন্যায় একফোঁটা জল দেখা যাচ্ছেনা বলে কাটাক্ষ করেছেন তিনি।

উলুবেড়িয়া লোকসভারমধ্যেআছে আমতা, বাগনান, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়াদক্ষিণএবংউলুবেড়িয়া উত্তর। ওই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিবিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে। একটিমাত্র বিধানসভা আমতায় বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী অসিত মিত্র জিতে বিরোধীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এখানে তৃণমূল প্রার্থীকে হারাতে তৃণমূলের অন্দরের কেউকলকাঠি নেড়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে লোকসভা নির্বাচনে এমন সংঘাত হওয়ার সম্ভবনা থাকেনা। সেক্ষেত্রে তৃণমূল অনেকটাই নিরাপদ। ২০০৯ লোকসভা নির্বাচন থেকে বামেরা উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেসেরওকংগ্রেসেরজোট বামেদের ২ নম্বরে নামিয়ে আনে। সেইনির্বাচনেটিএমসিপ্রার্থীসুলতান আহমেদ ৯৮ হাজার ৯৩৬ ভোটে পরাস্ত করেন হান্নান মোল্লাকে। এরপরথেকেইউলুবেড়িয়ায়বামেরা ক্রমশপিছিয়েপরে। সেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিরা পেয়েছিল ৪২ হাজার৪৪৩টি ভোট।

২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে টিএমসি লড়াই করেছিল একা। সেই লড়াইয়েবামেরাপরাজিতহয়েছিল ২ লক্ষ ১ হাজার ভোটের ব্যবধানে। টিএমসিপায় ৫ লক্ষ৭০হাজার৭৮৫ (প্রায়৪৮শতাংশ) ভোট। বামেরাপায় ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৬৩ (প্রায় ৩১ শতাংশ) ভোট। উল্লেখযোগ্যভাবে বিজেপিপায় ১ লক্ষ৩৭হাজার১৩৭ (১১ শতাংশ) ভোট। সেখানে পরিচিত প্রার্থী অসিত মিত্র পান মাত্র ৬৭ হাজার ৮২৬ (৫.৭ শতাংশ) ভোট। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বদলে যায় সকল রাজ্যনৈতিকদলেরচিত্র। বিশেষকরে বিজেপির। ২০০৯'র লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট বাড়িয়েনিয়েছেনপ্রায়আড়াইথেকে তিনগুণ। কিন্তু ২০১৬'রবিধানসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়ার মোট ৭টি বিধানসভায় মোট ভোট দাঁড়ায় ৯৩ হাজার৭৩৩জন। সেক্ষেত্রেবামেদের ভোট বেড়ে হয় ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৭৮। এই ২ বছরেরমধ্যেবামেদের ভোট বাড়লেও বিজেপির কমেছে ৪৪হাজার ভোট।

২০১৪সালেরতুলনায়২০১৬সালে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে টিএমসির ভোট ৬২ হাজার ৬২৫ বাড়লেও বামেদের সঙ্গে জয়ের ব্যবধান কমেছে অনেকটাই। তা সত্ত্বেও টিএমসি এগিয়ে আছে কয়েকযোজন দূরে। কী বলছে এলাকার মানুষজন? উলুবেড়িয়ার মানুষেরা চান নির্বাচন যেন নির্বাচনের মতোই হয়। সেখানে থাকবেনা কোনও দলাদলি, হিংসা, মারামারি, হানাহানি। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা চান নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে। অপ্রীতিকর ঘটনা প্রশাসন সামলাক কড়া হাতে। মানুষ নিজেদের ভোট নিজেরা যাতে দিতে পারে তার জন্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যের আবেদন ভোটদাতাদের। নির্বাচনীফলাফলকী হবে তা কেউই স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি। তবে তাঁদের বক্তব্যে একথাস্পষ্টযেএখনওউলুবেড়িয়ার মানুষেরা ভরসা করছেন তৃণমূলে। এই লোকসভা কেন্দ্র পুনরায় টিএমসি'রদখলেআসাশুধুইসময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন রাজনৈতিকমহল। সমাপ্ত

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

		6		2				
		9	3		8	6		2
3				6	9	1		
	2		9	3	7			
	6						7	
			2	5	6		8	
		4	8	9				6
6		3	1		2	8		
				4		5		

গতকালের সমাধান

8	1	2	5	9	3	6	4	7
4	9	5	8	7	6	2	3	1
7	3	6	1	2	4	9	5	8
2	8	1	7	3	9	5	6	4
3	5	4	6	1	8	7	9	2
6	7	9	4	5	2	8	1	3
1	2	7	3	6	5	4	8	9
9	6	8	2	4	1	3	7	5
5	4	3	9	8	7	1	2	6

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৪ ডিগ্রি ও ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৩ ডিগ্রি ও ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৬৪ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৬।১৮, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।১৩ **জোয়ার**: রাত : ১:২৪। **ভাঁটা**: সকাল : ৮:৪৪।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	:	63.4125
INR / 1 Euro	:	77.4457
INR / 100 Jap. YEN	:	57.2300
INR /1 Pound Sterling	:	87.1795

শেয়ারসূচক

BSE	34,843.51 ▲	(+251.12)
NIFTY	10,741.55 ▲	(+60.30)

ভাগ্যলিপি

মেষ

আপনি আজ সাফল্য পাবেন। কাজে গতি আসবে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আজদিনটি শুভ।

বৃষ

দুপুরে পরে সাফল্য পাবেন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে।

মিথুন

দেখে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, এগিয়ে চলার পক্ষে দিনটি শুভ।

কর্কট

সহকর্মীদের সঙ্গে আজ সমস্যার সমাধান হবে। মতবিরোধ কাটিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

সিংহ

সাফল্য পাবেন, কর্মস্থলে আপনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, সবমিলেয়ে আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ।

কন্যা

কর্মস্থলে সাফল্য পাবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। সন্ধ্যার পরে আপনার ভালোবাসার মানুষ কাছে পাবে।

তুলা

সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ।

বৃশ্চিক

যে পরিকল্পনা আপনি করছিলেন। তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনু

একটা স্পর্শকাতর দিন আজ। এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন। সাফল্য পাবেন।

মকর

একদম ভালদিন নয়। ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালে।

কুম্ভ

সাফল্য আসবে। এগিয়ে চেষ্টা করুন। তবে অপ্রত্যাশিত কিছু পেতে পারেন।

মীন

সাফল্য আসবে আজ। ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চাঁদাবিহীন সরস্বতী পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগবাজার : বাগবাজার রবীন্দ্র সংঘের উদ্যোগে শনিবার জানুয়ারি সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ চাঁদা বিহীন সরস্বতী পুজোর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কমল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন এলাকার পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ। সংস্থার নিমাই পাল সভাপতি সোমনাথ পাল সহ অজিত দত্ত ও সমাজসেবী রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উদ্বোধনের পর শিশু উৎসব হয় ২২ জানুয়ারি এদিন দেবীর আরাধনা হয়।

SAFE DRIVE
SAVE LIFE

জোড়া বাগান ট্রাফিক গার্ডে পথ শিশুদের স্কুল নবদিশাতে বাণী বন্দনা।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুরের ১২৭ তম জন্মোৎসব, ৯৭ তম সিদ্ধোৎসব এবং ৫১ তম মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৮০০০ নর-নারায়ণের মধ্যে অন্নসহ ৩০০০ কম্বল ও ৫০০০ বস্ত্র বিতরণ তৎসহ সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ওপর বক্তব্য রাখলেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সহ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় স্পিকার সস্ত্রীক শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল কুমার সেন, ডেপুটি স্পিকার শ্রী হায়দার আজিজ সফি, ডেপুটি মেয়র শ্রী তাপস চ্যাটার্জী, ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী শ্রী সাধন পাণ্ডে সহ আর অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির দু'দিনের ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এবং কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় দু'দিনের ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

দু'দিনের উৎসবে অঙ্কন, সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দু'দিনের ছাত্র-যুব উৎসবে উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক রাহুল নাগ। বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপপ্রধান দেবব্রত মাইতি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কাকদ্বীপ ব্লক ছাত্র যু

একবিংশে সুভাষবাদ উপলব্ধি করা দরকার

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়: আবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি স্মরণ। শুধু অনুষ্ঠান। নাকি একবিংশের দ্বিতীয় দশকের শেষে 'সুভাষবাদ' কে আত্তিকরণ করা। এছাড়া পথ নেই, জননেতা ভাষা বলে দিতে জনতার নেতাবীর সুভাষ। কোনও ফাঁকিবাজি নেই ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব''। জন্ম হতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত সন্তান আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন।

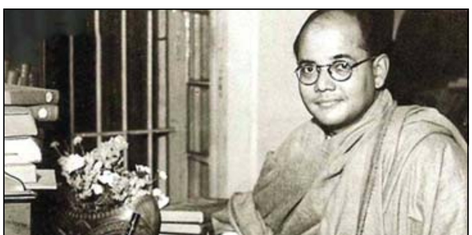

ভাষা-ধর্ম-বর্ণ খাদ্যাভাস ঘরে বাইরে একচরম অ-ব্যবস্থার সম্মুখীন আমরা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাত দশকে এসে বিচ্ছিন্নতার কালোমেঘ ভারত মহাকাশে মুখ ঢেকেছে। আমাদের মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথায় যেনএকটাশূন্যতারসৃষ্টিহয়েছে। এই অনিশ্চয়তাকে কাটাতে সাহায্য করতে পারে 'সুভাষদেশদর্শন'। দেশকে ভালো না বাসলে দেশের সাধারণ মানুষকে ভালো না বাসলে জাতিরউত্তরণঘটেনা। আর যেজাতি যতজড়ত্বপ্রাপ্তহয়, সেজাতির ততই মৃত্যু ঘটে। ছাত্রাবস্থা থেকেই দেশ কাল সমাজের সঙ্গে নিজেকে আত্তিকরণ করেছিলেন 'কথামৃতের নির্যাস আর বিবেকানন্দের বাণীপুষ্ট করেছিল আগামীর লক্ষ্যে সমৃদ্ধ করেছিল। ''যত মত তত পথ'' কিংবা ''শিবজ্ঞানে জীবসেবা'' দেশ এবং দেশমাতার সকল সন্তানকে নিয়েই গড়তে চেয়েছিলেন নতুন ভারত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ নয় অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও মানসিকদিক থেকেএকসমৃদ্ধরাষ্ট্রও জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর আদর্শআরদৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে দিক ছিল সংহতি ভারতজনক ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেতাকতখানিপ্রাসঙ্গিকতাবলার অপেক্ষারাখেনা। সুভাষবসুরবিশ্বাস ছিল প্রেমই জীবনের মর্মবাণী। স্বাধীনতা অপরিসীম মূল্যসম্পন্ন। স্বাধীনতাই মানুষকে প্রকৃত আত্মসন্তুটি দিতে পারে। মানুষ অমরত্বের অধিকারী হয় নিজ বিশ্বাসে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজের পুনর্গঠনের ভিত্তি। অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে আপস হল সবচেয়ে বড় পাপ। শ্রেষ্ঠপুণ্য এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সুভাষ বসুবিশ্বাস করতেন মানুষের মর্যাদা ও পূর্ণ স্বাধীনতা বিবেকের মুক্তি, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বা সমাজবোধ ও মানুষের মর্যাদা এই চারটিস্তম্ভের উপর নির্ভরশীল সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্রনির্মাণ সুভাষবাদের লক্ষ্য, এবার পুনঃপ্রশ্ন আমরা তুলতে পারি, সুভাষের আদর্শবাদ কী গৃহীত হয়েছে। আমরা যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ সকলমানুষেরকল্যাণকামীরাষ্ট্রগড়ে তুলতে পেরেছি? সকলের জন্য শিক্ষা, খাদ্য বস্ত্র কর্মসংস্থান চিকিৎসার সুযোগ নিদেনপক্ষে পরিস্রুত পানীয়জল সকলঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছি। নারী-পুরুষ সমানাধিকার মানতে পেরেছি। আজাদহিন্দ ফৌজে বীরাঙ্গনাদের যে মর্যাদার আসন নেতাজি পেতে দিয়েছিলেন। মা প্রভাবতীদেবী দেশবন্ধুর সহধর্মিনী বাসন্তীদেবী, ভগিনী নিবেদিতা এমন কী ঠাকুর রামকৃষ্ণেরমাতৃভক্তিবাচিন্ময়ী-মৃন্ময়ী দু-সত্ত্বাতেই—এসবই সুভাষবসুকে নারীজাতিসম্পর্কেশ্রদ্ধা ও উচ্চধারণা অধিকারী করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন নারীর যথার্থই অর্ধেক আকাশ। যেজাতির নারীরা যত বেশি স্বাধীন, সম্মানিত আদর্শহিসাবেগৃহীত সে জাতি তত সভ্য ও উন্নত। সুভাষ বসুর জীবন, আদর্শ আর কর্ম তৎপরতায় প্রকাশ পেয়েছে সুভাষবাদেরমূলসূত্রগুলো। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ অধ্যায়ে তিনি রচনা করে গেলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের অভিমুখ। নির্ভীক আপোসহীন ক্লান্তিহীন এই যুগ নায়ক যুগান্তরের বার্তা আনলেন আপামর ভারতীয়দের মনে। লক্ষ্যে স্থির অবিচল সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাত্তোর দেশের চালচিত্রের হালহকিকত তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমরা সুভাষ বসুকে প্রাপ্য মর্যাদা দিইনি। মূল্যায়ন করিনি তাঁর ত্যাগ-আদর্শনিষ্ঠতা আর দেশের প্রতি তীব্র সংগ্রামের কথায়। কোনও কিছুর প্রত্যাশায় নয়, সবকিছু সঁপে দিয়েছিলেন দেশ-জাতির জন্য। মতান্তরে কংগ্রেস থেকে সরে এসেছেন কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ। পথের ভিন্নতায় তরুণ সমাজের চোখের মণি। তবে ২৩ জানুয়ারি নিছক জন্মদিন পালন নয়। দেশপ্রেমের নতুন পাঠ পড়ুক আগামীর ভারত।

Change of Name

Rashid Khan S/o, Abdul Aziz (New Name) previously called SK Hira (old name) R/o, 24/1, Gorachand Lane, P.S. Beniapukur, Kolkata-700014 have Changed my name as Rashid Khan vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2018.

শব্দলিপি- ১০৯৩

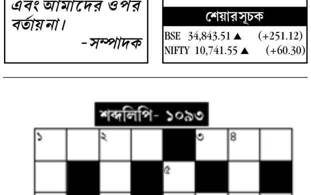

প্রশান্ত মোদক

পাশাপাশি ঃ ১। ব্যর্থতা ৩। ফাগ ৬। নির্দল ৮। অলংকারে আত্মসাৎ ১০। নির্বাক ১২। ওষ্ঠাগত প্রাণ ১৪। অনুষ্ঠান ১৫। লাটিম এমনভাবেই ঘোরে

উপরনীচ ঃ ১। ওলটপালট ২। ফলপাকড় ৪। বিচ্ছেদপীড়িত ৫। অলংকারে সত্য কথা ৭। দৃষ্টিনন্দন ৯। বনাগ্নি ১১। আবর্তন ১৩। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রবিশেষ

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১০৯২

পাশাপাশি ঃ ১। অঞ্জনা ৩। চালনি ৪। বিক্রম ৭। অলকনন্দা ৮। অবচেতন ৯। জনেক ১১। নভেল ১২। নস্যাৎ

উপরনীচ ঃ ১। অটবি ২। নাপাম ৩। চাকিবেলন ৪। নিমীলনয়নে ৬। ক্রমবর্ধমান ৭। অতলতল ৯। জঘন ১০। কড়াৎ